গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের তৃতীয় পরিষদের প্রথম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব জায়েদা খাতুন মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
সভার স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ,নগর ভবন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
সভার তারিখ	ঃ	২৫.০৯.২০২৩ খ্রিঃ, রোজ সোমবার
সভার সময়	ঃ	বেলা ১১ : ৩০ ঘটিকা

*** পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতি তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'**

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট শুকরিয়া আদায় করেন। সভার শুরুতে সভাপতি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সকল সদস্যদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সম্মানিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচনা-০১ ঃ নবনির্বাচিত মাননীয় মেয়র এর স্বাগত বক্তব্য প্রদান

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	সভায় সভাপতি মহোদয় স্বাগত বক্তব্যে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সকল সদস্যগণকে। স্মরণ করেন জাতীয় চার মহান নেতা এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছেন ও স্বাধীনতাযুদ্ধে যে সকল মা বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সিটি কর্পোরেশন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০২৩ সুষ্ঠু, নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করে কাঙ্খিত ফলাফল ঘোষণা করায় সভাপতি মহোদয় মানবতার জননী দেশরত্ন সফল রাষ্ট্রনায়ক, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার, রিটার্নিং অফিসার ও অন্যান্য নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম কর্মী, ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, তথ্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার নাগরিকবৃন্দ ও ভোটারদের তিনি প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এম পি, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।		সচিব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

Scanned with CamScanner

সভায় উপস্থিত তৃতীয় পরিষদের নবনির্বাচিত সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সকলের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভাপতি মহোদয় জানান যে, নব-গঠিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবতার জননী দেশরত্ন সফল রাষ্ট্রনায়ক, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থে ইতোমধ্যে সিটি এলাকায় সাবেক মেয়র এ্যাড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম রাস্তাঘাটের উন্নয়নে ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন। তিনি আরও জানান যে, উন্নয়ন কাজ চলমান থাকবে এবং নির্ধারিত সময়ে তা সমাপ্ত করতে হবে। রাস্তা সম্প্রসারণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতিমালা মেনে এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালানোর পদক্ষেপ নেয়ার আশা প্রকাশ করেন। সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের নিকট উন্নয়ন কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। উপস্থিত কর্মকর্তাসহ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আধুনিক নগর উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভাপতি সভাকে জানান যে, আমার ছেলে সাবেক সফল মেয়র এ্যাড মোঃ জাহাঙ্গীর আলম আপনাদের সহযোগিতায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে ব্যাপক উন্নয়নের সূচনা করেছেন। আমি সম্মানিত কাউন্সিলরদের সার্বিক সহযোগিতায় উন্নয়নের সূচিত ধারা অব্যাহত রাখবো ইনশাআল্লাহ্। সন্তানেরা বৃদ্ধ বাবা মায়ের দায়িত্ব নিজের কাঁদে তুলে নেন। আজ বিশেষ প্রেক্ষাপটে সন্তানের দায়িত্ব আমার কাঁদে মহানগরের নাগরিকবৃন্দ তুলে দিয়েছেন। আমিও আমার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে এ দায়িত্ব আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় গ্রহণ করেছি। আমি চাই আমার ছেলে সাবেক সফল মেয়র এ্যাড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম তাঁর অভিজ্ঞতা, মেধা ও সৃজনশীলতা, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, পারদর্শিতা, কর্মদক্ষতা ও কর্তব্যপরায়নতা কাজে লাগিয়ে আধুনিক, ক্লিন এবং গ্রীণ সিটি বিনির্মাণে সর্বদা আমাকে সহযোগিতা করবে, আমার পাশে থাকবে।

সভাপতি স্বাগত বক্তব্যের পর সরকার এবং জনস্বার্থে নির্বাচিত কাউন্সিলর এবং গাজীপুর সিটির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করার অনুরোধ করেন। জনস্বার্থে কাজ করার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে উন্মুক্ত আলোচনার জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরদের অনুরোধ করেন।

Scanned with CamScanner CamScanner

আলোচলনা-০২ ঃ সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের শুভেচ্ছা বক্তব্য ও প্রস্তাব উপস্থাপন

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১. সভাপতির অনুমতিক্রমে ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ সেলিম হোসেন তৃতীয় পরিষদের প্রথম কর্পোরেশন সভায় নবনির্বাচিত নগর মাতা মাননীয় মেয়র জনাব জায়েদা খাতুনকে স্বাগত জানান। তিনি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সভাকে জানান যে, সাবেক মেয়র জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে সাময়িক বরখাস্ত এবং বিভিন্ন কায়দায় তার দায়িত্ব থেকে অপকৌশলে দুরে সরিয়ে রাখার জন্য আমাদের গাজীপুর বাসীর জানমালের এবং সম্মানের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এতে সাবেক মেয়র জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং তার পরিবারের উপর নির্যাতন করা হয়। আমি এ বিষয়ে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং বিচারের জোর দাবী জানাচ্ছি। তার বিরুদ্ধে যারা যারা অন্যায় করেছেন, তাদের সকলকে বিচারের আওতায় এনে শাস্তির দাবী জানান তিনি। সভায় উপস্থিত সকল কাউন্সিলরগণ তার প্রস্তাবে সমর্থন করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে সাবেক মেয়র জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং তার পরিবারের উপর নির্যাতনের শাস্তির দাবীর সর্বসম্মতক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
২. ৪৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন তৃতীয় পরিষদের প্রথম কর্পোরেশন সভায় নবনির্বাচিত নগর মাতা মাননীয় মেয়র জনাব জায়েদা খাতুনকে স্বাগত জানান। তিনি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। স্বচ্ছ নির্বাচন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী, নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ও গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি সাবেক সফল মেয়র জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পরিষদের উপদেষ্টা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এতে উপস্থিত সকল কাউন্সিলর এ প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন করেন। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সকল কাউন্সিলর সাবেক সফল মেয়র জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে সভায় উপস্থিত করেন। সভায় সাবেক সফল মেয়র জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত হয়ে মহান আল্লাহর উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় নবনির্বাচিত মেয়র জনাব জায়েদা খাতুন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সিটি কর্পোরেশনের সকল কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা কর্মচারীকে অভিনন্দন জানান। তিনি সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করবেন। তিনি সিটি কর্পোরেশন থেকে কোন সম্মানী বা বেতন ভাতা (অবৈতনিকভাবে) গ্রহণ করবেন না। তিনি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পরিষদের বা মেয়রের পক্ষে কাজ করবেন। জনগনের ট্যাক্সের কোন টাকা তিনি গ্রহণ করবেন না। অবৈতনিকভাবে তিনি জনগনের সেবা করবেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ও গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাবেক সফল মেয়র জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ~~পরিষদের~~ উপদেষ্টা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

Scanned with CamScanner CamScanner

৩. ১২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব আব্বাস উদ্দিন খোকনসহ অন্যান্য কাউন্সিলর সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মাসিক সভায় কাউন্সিলরদের অনুপস্থিতি এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট অনুমোদন করার মাধ্যমে ২০২১ সালের অক্টোবর মাস হতে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত যে সকল প্রকল্প সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তি ছাড়া বা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া বা মিথ্যা বা বানোয়াট নাম ব্যবহার করে যে সকল প্রকল্প নেয়া হয়েছে, সে সকল প্রকল্প তদন্ত কমিটির মাধ্যমে কাজ সরেজমিনে যাচাই বাছাই করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। জাতীয় পত্রিকা দেশ রুপান্তর বা দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রচার হয়েছে, সে বিষয়েও উপস্থিত সকল কাউন্সিলর একমত পোষন করেন। সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব আব্বাস উদ্দিনের উপস্থাপনায় ৩৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মাসুদুল হাসান বিল্লাল ও অন্যান্য সকল কাউন্সিলর কণ্ঠভোটে অনিয়ম এবং অবৈধভাবে অর্থ আত্মসাতের জন্য তদন্ত কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ৪৩নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর (ভারপ্রাপ্ত মেয়র) জনাব আসাদুর রহমান কিরণ-এর ২১.১১.২০২১খ্রি. তারিখের পরে ২১.০৯.২০২৩খ্রি. পর্যন্ত রাজস্ব খাত থেকে গৃহিত বিভিন্ন প্রকল্প (রাস্তা ঘাট, পানি, বিদ্যুৎ, যান্ত্রিক প্রভৃতি এবং আরএফকিউ) এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে অবৈধভাবে অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নলিখিতভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ- ১. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, কাউন্সিলর, ৩৩ নং ওয়ার্ড..... আহবায়ক ২. জনাব মোঃ মাসুদুল হাসান বিল্লাল, কাউন্সিলর, ৩৯ নং ওয়ার্ড .....সদস্য ৩. জনাব মোঃ সেলিম রহমান, কাউন্সিলর, ৮নং ওয়ার্ড .....সদস্য ৪. জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান খান শিপু, কাউন্সিলর, ২৪নং ওয়ার্ড .....সদস্য ৫. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-৪০..... .....সদস্য ৬. জনাব মোঃ হাসিবুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, জিসিসি.....সদস্য সচিব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২১.১১.২০২১ এর পরে আনিত রাজস্ব ও ডিপিপি ১৫১০,৬৬০ ও অন্যান্য এবং ডিপিপি বিদ্যুৎ এর বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত কমিটি নিম্নরুপঃ ১. জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, কাউন্সিলর, ৩৮নং ওয়ার্ড .....আহবায়ক ২. জনাব মোঃ হান্নান মিয়া, কাউন্সিলর, ২৬নং ওয়ার্ড .....সদস্য ৩. জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, কাউন্সিলর, ৩৪নং ওয়ার্ড .....সদস্য ৪. জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জিসিসি .....সদস্য ৫. জনাব নমিতা দে, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা জিসিসি ..... সদস্য সচিব	

Scanned with CamScanner

৪. ৩২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং ৩৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কর আদায় শাখা, কর নির্ধারণ শাখা এবং লাইসেন্স শাখায় ব্যাপক অনিয়ম এবং দূর্নীতি হচ্ছে। তারা নিজেদের লাইসেন্সও নিজেরা পাননি। অপরদিকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৮-২০১৯ হতে ২০২২-২০২৩) এসেসমেন্টের মেয়াদ ৩০ শে জুন,২০২৩-এ উত্তীর্ণ হওয়ায় জরুরী ভিত্তিতে রি-এসেসমেন্ট কার্যক্রম শুরু করা জরুরী।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৮-২০১৯ হতে ২০২২-২০২৩) এসেসমেন্ট কার্যক্রম শুরু করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে জনগনের সেবা করেননি, তাদের চাকুরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কর আদায়, কর নির্ধারণ, লাইসেন্স ও অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত করার জন্য নিম্নলিখিতভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ১. জনাব মোঃ মাসুদুল হাসান বিল্লাল, কাউন্সিলর, ৩৯ নং ওয়ার্ড .....আহবায়ক ২ জনাব মোঃ কাউসার আহম্মেদ, কাউন্সিলর, ০৭ নং ওয়ার্ড .....সদস্য ৩. জনাব মোঃ শাহ্ আলম রিপন, কাউন্সিলর ৪৫নং ওয়ার্ড .....সদস্য ৪. জনাব কে এম নজরুল ইসলাম ভিকি, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-৪০ .....সদস্য ৫. জনাব কাজী বজলুর রশিদ, রাজস্ব কর্মকর্তা জিসিসি .....সদস্য ৬. জনাব মাহমুদা আক্তার, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড-২ .....সদস্য সচিব	
৫. সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০২ এর কাউন্সিলর জনাব মাহমুদা আক্তার সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবৈধ ভাবে চলতি দায়িত্ব প্রদান করেন ৪৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর (ভারপ্রাপ্ত মেয়র) জনাব আসাদুর রহমান কিরণ। তিনি জানান যে, ২৭.০৯.২০২১ তারিখের পর যে সকল কর্মকর্তা ও কমচারীকে যে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে সেক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও দূর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে সভায় সকল কাউন্সিলরদের কণ্ঠভোটে তাদের চলতি দায়িত্ব/অতিরিক্ত দায়িত্ব বাতিল করার জন্য প্রস্তাব করেন। অপর দিকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিগত ২৭.০৯.২০২১ তারিখের পর যে সকল চুক্তিভিত্তিক (নো ওয়ার্ক নো পে)/ মাষ্টাররোল কর্মচারী এবং ওয়ার্ড সচিব ও ওয়ার্ড অফিস সহায়কদের বদলী করা হয়েছে এবং তাদের পূর্বের যে কর্মস্থলে, যে ওয়ার্ডে, যে পদে কর্মরত ছিল সেই কর্মস্থলে, সেই ওয়ার্ডে, সেই পদে ফিরিয়ে আনার জন্যও প্রস্তাব করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ২৭.০৯.২০২১ইং তারিখের পর যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে চলতি দায়িত্ব পদমর্যাদায় পদোন্নতি/অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে সকল চলতি দায়িত্ব/অতিরিক্ত দায়িত্ব বাতিল করে তাদেরকে পূর্বের পদমর্যাদায় বহাল করার জন্য এবং একই সাথে ২৭.০৯.২০২১খ্রি. তারিখের পর যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বদলী করা হয়েছে এবং তাদের পূর্বের যে কর্মস্থলে যে পদে কর্মরত ছিল সেই কর্মস্থলে সেই পদে অনতিবিলম্বে যোগদান করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয় এবং ২৭.০৯.২০২১খ্রি. তারিখের পর সকল চুক্তিভিত্তিক (নো ওয়ার্ক নো পে)/ মাষ্টাররোল কর্মচারী এবং ওয়ার্ড সচিব ও ওয়ার্ড অফিস সহায়ক বদলী করে এবং তাদের পূর্বের যে কর্মস্থলে, যে পদে, যে ওয়ার্ডে কর্মরত ছিল সেই কর্মস্থলে, সেই পদে, সেই ওয়ার্ডে ফিরিয়ে আনার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

Scanned with CamScanner CamScanner

৬. ২৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ হান্নান মিয়া হানু সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের লোকবলের স্বল্পতার কারণে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। ২০২১ সালের পর যাদের কঞ্জারভেন্সি শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের কঞ্জারভেন্সি শ্রমিক হিসেবে দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব করেন। তিনি জানান যে, রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন হয়েছে প্রচুর আরো উন্নয়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ফ্লাইওভার করার দাবী দ্রুত পূরণের আহবান জানান। তিনি দৃশ্যমান কঞ্জারভেন্সি শ্রমিক দেখতে চান। অনেক সময় কঞ্জারভেন্সি কমকর্তাগন ঠিকমত ফোন রিসিভ করেন না। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, কিচেন মার্কেট সচল করার দাবী জানান এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ২০২১ সালের পর যাদের কঞ্জারভেন্সি শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদেরকে কঞ্জারভেন্সি শ্রমিকের দায়িত্ব দেয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৭. ৪২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব আলহাজ্ব সুলতান উদ্দিন আহাম্মেদ সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন ওয়ার্ডের যে সকল রাস্তার কার্পেটিং নষ্ট হয়ে গর্ত হয়ে গেছে সে সকল রাস্তা মেরামত করা, রাস্তার উপর বিভিন্ন ময়লা, আবর্জনা পরিস্কার করা, ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে দানের মাধ্যমে সহায়তা করা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেয়া, মসজিদের ইমাম ও খতিবদের সম্মানি ভাতা পুনরায় চালু করা, গণকবরস্থান, পার্ক, খেলার মাঠ, ঈদগাহ্ মাঠ নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ইত্যাদি নির্মাণের প্রস্তাব করেন।	সভায় ববিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে সকল রাস্তা মেরামত করা, রাস্তার উপর বিভিন্ন ময়লা, আবর্জনা পরিস্কার করা, ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে দানের মাধ্যমে সহায়তা করা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেয়া, মসজিদের ইমাম ও খতিবদের সম্মানি ভাতা পুনরায় চালু করা, গণকবরস্থান, পার্ক, খেলার মাঠ ঈদগাহ্ মাঠ নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ইত্যাদি নির্মাণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৮. ৪০নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব কে এম নজরুল ইসলাম সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয়ের রুম ও পাশের রুম মেরামত, হলরুমের পুরাতন ফার্ণিচার বাতিল করে নতুন ফার্ণিচার ক্রয়ের প্রস্তাব করেন এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল কাজের নথি পত্র নগর ভবনে তলব করার অনুরোধ করেন। তিনি আরো জানান যে, ২০২৩ সালের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নবনির্বাচিত কাউন্সিলরগনকে ওয়ার্ড কার্যালয়ের ফার্ণিচার ক্রয় করার জন্য প্রত্যেক কাউন্সিলরকে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা করে অগ্রিম প্রদানের প্রস্তাব করেন। যাহা ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের হলরুমের পুরাতন ফার্ণিচার বাতিল করে নতুন নতুন ফার্ণিচার ক্রয় করার এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল কাজের নথি পত্র নগর ভবনে তলব করার এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত কাউন্সিলরগনের ওয়ার্ড কার্যালয়ের ফার্ণিচার ক্রয় করার জন্য প্রত্যেক কাউন্সিলরকে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা করে অগ্রিম প্রদানের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

Scanned with CamScanner CamScanner

৯. ১৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ খোরশেদ আলম সরকার সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভাকে জানান যে, দীর্ঘ ২১ মাস কোন কোন ওয়ার্ডে কি পরিমান উন্নয়ন কাজ রাজস্ব তহবিল থেকে হয়েছে, পানি, বিদ্যুৎ দান অনুদান, রাস্তাঘাট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ হয়েছে ও অন্যান্য কাজ হয়েছে, তার ব্যাখ্যা চাওয়ার অনুরোধ করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে উল্লেখিত কাজের ব্যাখ্যা চাওয়ার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।	
১০. ২০নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের চার তলা, নীচ তলা এবং অন্যান্য তলার ফার্ণিচার, ডেকোরেশন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করার প্রস্তাব করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের চার তলা, নীচ তলা এবং অন্যান্য তলার ফার্ণিচার, ডেকোরেশন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ক্রয় করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
১১. ৩০নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব আনোয়ার হোসেন সরকার সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১৪টি স্থায়ী কমিটি, প্যানেল মেয়র নির্বাচন, জোনের সভাপতি নির্বাচন ও অন্যান্য কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়কে দায়িত্ব দেয়া হয়। এতে ২৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ খোরশেদ আলম রিপন সমর্থন করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১৪টি স্থায়ী কমিটি, প্যানেল মেয়র নির্বাচন, জোনের সভাপতি নির্বাচন ও অন্যান্য কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
১২. ৫৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন মোল্লা সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। টঙ্গী চেরাগ আলী রোড থেকে বেক্সিমকো রোডসহ নগরের বিভিন্ন ড্রেণ এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রস্তাব করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে টঙ্গী চেরাগ আলী রোড থেকে বেক্সিমকো রোডসহ নগরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট নির্মাণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
১৩. (ক) ২৫নং ওয়াউের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ২০১৯-২০২০, ২০২০-২২০২১ অর্থ বছরে যে সকল ঠিকাদারগণ তাদের ঠিকাদারী বিল পাননি, তাদের ঠিকাদারী বিল পরিশোধ করার জন্য প্রস্তাব করেন এবং এ প্রস্তাবে ৩০নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার সমর্থন করেন। (খ) তিনি আরো জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন না হওয়ার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সিকিউরিটি পদে মাষ্টার রোল ভিত্তিক ১০০০(এক হাজার) লোক নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মনির হোসেন সমর্থন করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে (ক) ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সকল ঠিকাদারী বিল পরিশোধ করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (খ) কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সিকিউরিটি পদে মাষ্টার রোল ভিত্তিক ১০০০(এক হাজার) লোক নিয়োগ করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

Scanned with CamScanner

১৪. ৩৪নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ও জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কঞ্জারভেঙ্গি শ্রমিকের অভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে সমস্যা হচ্ছে। তাই কঞ্জারভেঙ্গি শ্রমিক ও প্রকৌশলী ও রাজস্ব বিভাগে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কঞ্জারভেঙ্গি শ্রমিকের অভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য কঞ্জারভেঙ্গি শ্রমিক নিয়োগ এবং প্রকৌশলী এবং রাজস্ব বিভাগে নিয়োগের সিদ্ধান্ত সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।	
১৫. (ক) ১৩,১৪,১৫নং সংরক্ষিত আসেনের কাউন্সিলর জনাব লিপি আক্তার সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে সাবেক মেয়র জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম দায়িত্ব গ্রহণের পর নগরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করার সময় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের নাম ও সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা/রীট দায়ের করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োগকৃত আইন উপদেষ্টা (১) জনাব আমিন উদ্দিন এসোসিয়েট (২) এডভোকেট সাজ্জাদ (৩) জনাব এম,কে,রহমান গং দের মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় এবং শতাধিক মামলাও তারা পরিচালনা করেন। কিন্তু অদ্যাবধি পর্যন্ত মামলা পরিচালনাকারী আইন উপদেষ্টা (১) জনাব আমিন উদ্দিন এসোসিয়েট (২) এডভোকেট সাজ্জাদ (৩) জনাব এম,কে,রহমান গংদের কোন বিল পরিশোধ করা হয়নি। তিনি তার বিল পরিশোধ করার জন্য সভায় প্রস্তাব রাখেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে শতাধিক মামলা পরিচালনাকারী আইন উপদেষ্টা (১) জনাব আমিন উদ্দিন এসোসিয়েট (২) এডভোকেট সাজ্জাদ (৩) জনাব এম,কে,রহমান গং দের মামলা পরিচালনার ব্যয় বাবদ দাখিলকৃত ১,৪২,০০,০০০/- (এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করার এবং ভারপ্রাপ্ত মেয়র দায়িত্ব নেয়ার পূর্বে যে সকল চলমান প্রকল্পের বিল এবং অন্যান্য বিল পরিশোধ করা হয়নি সে সকল বিলও পরিশোধের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
(খ) তিনি আরো জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচনের পর সিটি কর্পোরেশনের ডিপিপি প্রকল্পের বিভিন্ন রাস্তা ও ড্রেণ নির্মাণ/মেরামতসহ বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের বিপক্ষে (রাস্তা প্রশস্তকরণের জন্য জমির ক্ষয় ক্ষতি এবং রাস্তা নির্মাণে বিভিন্ন ব্যক্তির জায়গা দখল) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা নিম্ন আদালত/উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের এবং রীট পিটিশন দাখিল করেন। উক্ত মামলা/রীট পিটিশন নিস্পত্তির জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োগকৃত আইন উপদেষ্টা (১) জনাব আমিন উদ্দিন এসোসিয়েট (২) এডভোকেট সাজ্জাদ (৩) জনাব এম,কে,রহমান গংকে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় এবং শতাধিক মামলাও তিনি পরিচালনা করেন। কিন্তু অদ্যাবধি পর্যন্ত মামলা পরিচালনাকারী আইন উপদেষ্টা (১) জনাব আমিন উদ্দিন এসোসিয়েট (২) এডভোকেট সাজ্জাদ (৩) জনাব এম,কে,রহমান গংদের কোন বিল পরিশোধ করা হয়নি। আইন উপদেষ্টা (১) জনাব আমিন উদ্দিন এসোসিয়েট (২) এডভোকেট সাজ্জাদ (৩) জনাব এম,কে,রহমান গং কর্তৃক মামলা পরিচালিত ব্যয় বাবদ দাখিলকৃত বিল ১,৪২,০০,০০০/-(এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা। যাহা আইন কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই বাছাই করে পরিশোধের বিষয়ে প্রস্তাব করা হয় এবং ভারপ্রাপ্ত মেয়র দায়িত্ব নেয়ার পূর্বে যে সকল চলমান প্রকল্পের বিল এবং অন্যান্য বিল পরিশোধ করা হয়নি সে সকল বিল পরিশোধের বিষয়েও প্রস্তাব করেন।		

Scanned with CamScanner CamScanner

১৬। সংরক্ষিত-১৮ এর ৫২, ৫৩ ও ৫৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব কেয়া শারমিন সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ২০২৩ সালের সিটি নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। টঙ্গী জোনে আধুনিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাব, অফিসে কাউন্সিলরদের বসার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন। জন্মনিবন্ধনে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করার প্রস্তাব এবং কর্মপদ্ধতি সহজতর করার প্রস্তাব করেন। মৃত্তিবাড়ী পানির পাম্প স্থাপন ও পুরাতন পাম্প গুলো সচল করে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। রাস্তার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। বর্জ্য অপসারণের কাজ কভার ভ্যান দ্বারা প্রাইভেট ভাবে করে। তারা রাতের অন্ধকারে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে পরিবেশ নষ্ট করছে। এ বিষয়ে নজর দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।		
১৭। সংরক্ষিত আসন-১ এর ১,২ ও ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব পারভীন আক্তার সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভাকে জানান যে, ওয়ার্ড অফিস এর আসবাবপত্র এখনো বুঝে দেয়া হয়নি। যার ফলে নাগরিকদের চাহিদা সেবা দিতে বিঘ্নতা সৃষ্টি হচ্ছে। জরুরীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া অথবা নতুনভাবে আসবাবপত্র সরবরাহের অনুরোধ জানান। কাশিমপুর ১নং ওয়ার্ডে ১টি কবরস্থান এর জায়গা বরাদ্দ দেয়ার জন্য মাননীয় মেয়রের নিকট দাবী জানান।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ওয়ার্ড কার্যালয়ের আসবাবপত্র বুঝিয়ে দেয়ার জন্য সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
১৮। সংরক্ষিত- ১৪ এর ৪০, ৪১ ও ৪২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব হোসনে আরা সিদ্দিকী সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ট্রেনিং বিষয়ে অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে বলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নিটেন ক্লিন, আমার কাছে মনে হয়েছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ সকলেই সমন্বয় করে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে একতাবদ্ধ হয়ে নগর উন্নয়নে সফল হয়েছেন। যা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তিনি জোন ভিত্তিক কবরস্থান, ঈদগাঁ মাঠ, পার্ক, খেলার মাঠ, শ্মশান, গীর্জা, কমিউনিটি সেন্টার অন্তত ১টি করে নির্মাণের প্রস্তাব, গর্ভবর্তী ভাতা প্রদান মহিলা কাউন্সিলরদের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি করণ, জন্মনিবন্ধনের বিড়ম্বনা দূর করার প্রস্তাব করেন। সিটি কর্পোরেশনের ৮টি ওয়ার্ডসহ আরো ১১টি ওয়ার্ডে নতুন করে জন্মনিবন্ধন পাসওয়ার্ড ওয়ার্ড সচিবদের নিকট দেয়া যায় কিনা তার প্রস্তাব এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে অঞ্চল ভিত্তিক কবরস্থান, ঈদগাঁ মাঠ, পার্ক, খেলার মাঠ, শ্মশান, গীর্জা, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
১৯। ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব শফিকুল আমীন নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরগণকে স্বাগত জানান। সাবেক সফল মেয়র এ্যাড মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে নবনির্বাচিত মেয়রের উপদেষ্টা করার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডে স্থায়ী ওয়ার্ড কার্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন, প্রতি জোন থেকে ২ জনের বক্তব্য গ্রহণের প্রস্তাব, সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণের সময়ে সংঘঠিত দূর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত দাবী করেন। সভা কক্ষের সাউন্ড সিস্টেম উন্নত করণ এবং কাউন্সিলরদের সম্মানি ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। তিনি আরো বলেন ভারপ্রাপ্ত মেয়র উন্নয়ন কাজে বৈষম্য করে শুধুমাত্র টঙ্গী অঞ্চলে রাজস্ব খাতে ১০৩ কোটি (একশত তিন) টাকা বিল প্রদান করেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য সকল অঞ্চল মিলে মাত্র ১০৫ কোটি (একশত পাঁচ) টাকার বিল প্রদান করেন। তিনি এই বৈষম্য কেন তার সুষ্ঠু তদন্ত দাবী করেন।		

Scanned with CamScanner CamScanner

২০। ২৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সাবেক সফল মেয়র এ্যাড মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর আমলে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। প্রত্যাশিত সফলতার ফলাফল গাজীপুরবাসী প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। অসমাপ্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করার জোড় দাবী জানান। ড্রেনগুলো পরিষ্কারের প্রস্তাব, বিশুদ্ধ পানির গভীর নলকুপ স্থাপনের প্রস্তাব বৈষম্যদূর করার প্রস্তাব এবং দূর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করে আইনের আওতায় আনার অনুরোধ জানান। অফিসের ভাড়া, আপ্যায়ন খরচ বৃদ্ধি, সম্মানিত কাউন্সিলরদের সম্মানি ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন, ২০২৩ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ভোটের মাধ্যমে আমরা নির্বাচিত হয়ে এসেছি। তিনি সম্মানিত সকল কাউন্সিলরদের সহযোগিতা মাধ্যমে উন্নয়ন মূলক কাজগুলো করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ড্রেনগুলো পরিষ্কারের প্রস্তাব, বিশুদ্ধ পানির গভীর নলকুপ স্থাপন এবং দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
২১। ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ কাউসার আহম্মেদ সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি ৬০ফিট প্রশস্ততার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, প্রধান প্রধান রাস্তার মেরামত করণ ও পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যতের জন্য সুদুরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের অনুরোধ জানান।অঞ্চল ভিত্তিক জনবল সমন্বয় করে ও জনবল বৃদ্ধি করে উন্নয়নের গতি তরান্বিত করার প্রস্তাব করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ৬০ফিট প্রশস্ততার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, প্রধান প্রধান রাস্তার মেরামত করণ ও পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
২২. সভায় উপস্থিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের যান্ত্রিক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ও বিদ্যুৎ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব সুদীপ বসাক সভাকে জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে এবং বিভিন্ন সাইট পরিদর্শনের জন্য কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ১০০ (একশত)টি মোটর সাইকেল ১৬০সিসি এবং ১০(দশ)টি মোটর সাইকেল ১০০ সিসি ক্রয় করা প্রয়োজন। রোড কনস্ট্রাকশনের জন্য একটি হুইলডোজার ও পূর্বের অনুমোদনকৃত অন্যান্য গাড়ীও ক্রয় করা প্রয়োজন। এতে করে জনগনের সেবা প্রদানে সহজ হবে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে এবং বিভিন্ন সাইট পরিদর্শনের নিমিত্ত কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ১০০ (একশত)টি মোটর সাইকেল ১৬০সিসি এবং ১০(দশ)টি মোটর সাইকেল ১০০ সিসি ক্রয় এবং একটি হুইলডোজার ও পূর্বের অনুমোদনকৃত অন্যান্য গাড়ী ক্রয় করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
২৩. ৪২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আলহাজ্ব সুলতান উদ্দিন আহামেদ সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভাকে জানান যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের ১১.০৫.২০২৩খ্রি. তারিখের ৪৬.০০.০০০০. ০৭০. ২৯. ০০১.১৭-৪৭৯নং স্মারক এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১১.০৫.২০২৩খ্রি. তারিখের ৪৬.১৯.০০০০.০০৪.৯৯.২২১.২২.৩১৪/১(২০০)নং স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হয় এরুপ কার্যক্রম থেকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা,কর্মচারী, ওয়ার্ড সচিব ও ওয়ার্ড অফিস সহায়কদের কোন অবস্থাতেই নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সিটির বিভিন্ন নাগরিকগনের সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন আচরণ বিধি লংঘন,অসদাচরণ, পেশী শক্তি, ক্ষমতা অপব্যবহার এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি সভায় প্রস্তাব করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকগনের সাথে নির্বাচনী আচরণ বিধি লংঘন, অসদাচরণ, পেশী শক্তি, ক্ষমতা অপব্যবহারকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ১.আলহাজ্ব সুলতান উদ্দিন আহামেদ, কাউন্সিলর ৪২নং ওয়ার্ড .....আহবায়ক ২. জনাব শফিকুল আমিন, কাউন্সিলর, ০৯নং ওয়ার্ড .....সদস্য ৩. জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান, কাউন্সিলর, ৩৭নং ওয়ার্ড .....সদস্য ৪. জনাব মোসাঃ সালেমা খাতুন, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড-১১.....সদস্য ৫. জনাব নমিতা দে, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা জিসিসি .....সদস্য সচিব	

২৪. ৩৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৫৭টি ওয়ার্ডে নতুন রাস্তা নির্মাণ, ড্রেণ নির্মাণ, ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত এবং জরুরী ভিত্তিতে আরএফকিউ-এর মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব আহবান করেন। উক্ত প্রস্তাবে ২৪নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মাহবুবুর রশিদ খান শিপু সমর্থন করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৫৭টি ওয়ার্ডে নতুন রাস্তা নির্মাণ, ড্রেণ নির্মাণ, ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত এবং জরুরী ভিত্তিতে আরএফকিউ-এর মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব আহবান করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
২৫. ২৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ হান্নান মিয়া সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, জয়দেবপুর কিচেন মার্কেটের সামনের জায়গায় কনস্ট্রাকশন, চতুর্থ তলার বাকী অংশের উন্নয়ন কাজ , বাস ষ্ট্যান্ড নির্মাণ ও উন্নয়ন, বোর্ড বাজারের আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ এবং মার্কেট নির্মাণের বিষয়ে প্রস্তাব করেন। ৩৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ মীর ওসমান গনি (কাজল) উক্ত প্রস্তাবে সমর্থন করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে জয়দেবপুর কিচেন মার্কেটের সামনের জায়গায় কনস্ট্রাকশন, চতুর্থ তলার বাকী অংশের উন্নয়ন কাজ , বাস ষ্ট্যান্ড নির্মাণ ও উন্নয়ন, বোর্ড বাজারের আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ এবং মার্কেট নির্মাণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
২৬. ৪০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব কে,এম, নজরুল ইসলাম ভিকি এবং ৪১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব আমজাদ হোসেন মোল্লা সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারা ৪০ ও ৪১নং ওয়ার্ডের নীচু জমি ভরাট করে মসজিদ, মাদ্রাসা ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণকরার প্রস্তাব করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ৪০ ও ৪১নং ওয়ার্ডের নীচু জমি ভরাট করে মসজিদ, মাদ্রাসা ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
২৭. ১২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব জনাব আব্বাস উদ্দিন খোকন সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কমচারীদের পদোন্নতি, পদায়ন, পদবী ও বেতন ভাতা প্রদানের বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কমচারীদের পদোন্নতি, পদায়ন, পদবী ও বেতন ভাতা প্রদানের বিষয়ে নিম্নলিখিত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ১. সচিব, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন....আহবায়ক ২. জনাব আব্বাস উদ্দিন খোকন, কাউন্সিলর, ১২ নং ওয়ার্ড, ... সদস্য ৩. জনাব মোসাঃ সালেমা খাতুন, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড ৩১,৩২,৩৩.....সদস্য ৪. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, কাউন্সিলর, ৩৩নং ওয়ার্ড ..... সদস্য ৫. প্রধান প্রকৌশলী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ..... সদস্য ৬. জনাব মোঃ মাসুদুল হাসান বিল্লাল, কাউন্সিলর, ৩৯নং ওয়ার্ড .....সদস্য সচিব	

Scanned with CamScanner

২৮. ৪০নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব কে,এম,নজরুল ইসলাম ভিকি সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, ২৫.১১.২০২১খ্রি. থেকে ১০.০৯.২০২৩খ্রি. তারিখের মধ্যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের যে সকল কমিটি ছিল, তা বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করেন। এতে ১৩,১৪,১৫নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব লিলি আক্তার সমর্থন করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ২৫.১১.২০২১খ্রি. থেকে ১০.০৯.২০২৩খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের যে সকল কমিটি গঠন করা হয়েছে, তা বিলুপ্ত করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
২৯. ২৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মাহবুবুর রশিদ খান শিপু সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান যে, ক)সারাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল জোনে মশার ঔষধ ছিটানো প্রয়োজন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য Malathion 5% (RFU)(200 Ton), Temephos 50 EC (02 Ton) 3 Novaluron Tablet (0.12p)(25,000pc) ক্রয় করা প্রয়োজন। খ) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৫৭টি ওয়ার্ডের মশক নিধনের নিমিত্তে ১২০ ইউনিট ফগার মেশিন ক্রয় করা প্রয়োজনঃ	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ক) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য Malathion 5% (RFU)(200 Ton), Temephos 50 EC (02 Ton) 3 Novaluron Tablet (0.12p)(25,000pc) ঔষধ ক্রয় করার প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। খ) আলোচনান্তে নগরীর ৫৭টি ওয়ার্ডের মশক নিধনের নিমিত্তে ১২০ইউনিট ফগার মেশিন ক্রয় করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৩০. ৩৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জনগনের সেবার লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের দ্রুত উন্নয়নে রাস্তা ঘাট, ড্রেন, অবকাঠামো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে দান, অনুদান এবং যে কোন জরুরী কাজে মাননীয় মেয়র মহোদয়কে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রস্তাব করেন এবং যে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিষয়ে বদলী বা যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও জরুরীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবে ২৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ হাসান আজমল ভূইয়া সমর্থন করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জনগনের সেবার লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের দ্রুত উন্নয়নে রাস্তা ঘাট, ড্রেন, অবকাঠামো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে দান, অনুদান এবং যে কোন জরুরী কাজে মাননীয় মেয়র মহোদয়কে সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং যে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিষয়ে বদলী বা যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও জরুরীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মত ভাবে গৃহিত হয়।	
৩১. ক) ৩৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মাসুদুল হাসান বিল্লাল সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে ডিপিপির যে সকল কাজ ঠিকাদারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাইট জটিলতার কারণে সমাধান না হওয়ায় রাস্তার সাইট পরিবর্তন করে অথবা সরেজমিনে পরিদর্শন করে পুনঃ টেন্ডার আহবান করার প্রস্তাব করেন। খ) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন আনুমানিক ৬৭০.৫৩ কিলোমিটার ড্রেন রয়েছে প্রায়। অত্র সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীর স্বল্পতার কারণে ওয়ার্ড ভিত্তিক ড্রেন পরিস্কার করা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ ড্রেনগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ পরিস্কার না করার ফলে ময়লায় ভরে গেছে। ফলে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির কারণে নগরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ক) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে ডিপিপির যে সকল কাজ সাইট জটিলতার কারণে করা সম্ভব হয়নি, সে সকল কাজের সাইট পরিবর্তন করে অথবা সরেজমিনে পরিদর্শন করে পুনঃ টেন্ডার আহবার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। খ) আলোচনান্তে ড্রেনগুলি জরুরী ভিত্তিতে পরিস্কার করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৩২. ৪২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আলহাজ্ব সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে ডিপিপির ৬০ফুট রাস্তা কলের বাজার থেকে দক্ষিণ পাশ দিয়ে ভুতের বান হয়ে টঙ্গী কালীগঞ্জ রোডের সংযোগ পর্যন্ত জনস্বার্থে সরেজমিনে যাচাই বাছাই করে একোয়ার করার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে ৪০নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব কে,এম, নজরুল ইসলাম ভিকি সমর্থন করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে ডিপিপির ৬০ফুট রাস্তা কলের বাজার থেকে দক্ষিণ পাশ দিয়ে ভুতের বান হয়ে টঙ্গী কালীগঞ্জ রোডের সংযোগ পর্যন্ত জনস্বার্থে সরেজমিনে যাচাই বাছাই করে একোয়ার করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

Scanned with CamScanner

৩৩. ৩৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়িত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-২য় পর্যায় এর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ) নগর ভবন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বিগত ০৭.১১.২০১৯খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে অত্র প্রকল্পের আওতায় একটি নতুন পার্টনারশীপ এলাকা নির্বাচন করা হয়। যা একটি নগর মাতৃসদন কেন্দ্র ও তিনটি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা পরিচালিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উক্ত নগর মাতৃসদন কেন্দ্রটি অঞ্চল-৮ এর ওয়ার্ড নং-২ এবং নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি অঞ্চল-০৬ এর ওয়ার্ড নং-১৩'তে নির্মাণের জন্য গত ১৫.০২.২০২১খ্রি. তারিখে মাননীয় মেয়র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন মহোদয় সদয় অনুমোদন প্রদান করেন। গত ১১.০৭.২০২১খ্রি. তারিখে উক্ত প্রকল্প পরিচালক মহেদয়ের প্রেরিত পত্রের আলোকে প্রকল্পের নিজস্ব অর্থায়নে একটি নগর মাতৃসদন ও একটি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভবন নির্মাণের এলাকা নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় জমি রেজিষ্ট্রেশন করে জমির দলিলহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস প্রকল্প পরিচালক, ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায় বরাবর গত ১৯.০৯.২০২১খ্রি. তারিখে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মহোদয় নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পূর্ব নির্বারিত ১৩নং ওয়ার্ডের পরিবর্তে ২০নং ওয়ার্ড নির্বাচন করেন এবং ভারপ্রাপ্ত মেয়র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী গত ১৮.০৪.২০২২খ্রি. এবং ০৮.১২.২০২২খ্রি. তারিখে ১৩নং ওয়ার্ডের পরিবর্তে ২০নং ওয়ার্ডে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে সম্মানিত কাউন্সিলর আরো বলেন যে, যেহেতু ১৩নং ওয়ার্ডে উক্ত প্রকল্পের অর্থায়নে একটি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের পূর্ব অনুমোদন রয়েছে সেহেতু পুনঃনির্বাচিত ২০নং ওয়ার্ডের পরিবর্তে পূর্ব নির্বাচিত ১৩নং ওয়ার্ডে উল্লেখিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মাণ করা প্রয়োজন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে উক্ত বিষয়ে পরিষদের সম্মানিত সকল সদস্য ২০নং ওয়ার্ডের পরিবর্তে ১৩নং ওয়ার্ডে আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-২য় পর্যায়ের অর্থায়নে উল্লেখিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৩৪. ২৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ হাসান আজমল ভূইয়া সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে," গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলি প্রশস্তকরণসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপ-প্রকল্প "গাজীপুর মহিলা কলেজ থেকে দক্ষিণ ছায়াবীথি, বাঙ্গালগাছ, নীলেরপাড়া হয়ে ইছালী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্ত করণ ও বিসি/আরসিসি রাস্তা উন্নয়ন এবং উভয় পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ" (এল এ কেইস নং-১০/২০১৯-২০) এর বাঙ্গালগাছ মৌজা-৮৭ ও ৮৮ নং দাগের ১.২১৩৫ একর জায়গা গত ২৪.০৩.২০২২খ্রি. তারিখে জিসিসির ২৯তম মাসিক সমন্বয় সভায় প্রস্তাবনা (দাখিলকৃত ১ম সংশোধিত প্রস্তাব) থেকে বাদ দিয়ে অধিগ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সকলেই অবগত আছেন অধিগ্রহণ একটি দীর্ঘ মেয়াদী ও জটিল প্রক্রিয়া। উক্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাব গত প্রায় ৪ বছর যাবত চলমান আছে। ইতিমধ্যে উল্লেখিত এল এ কেইস এর প্রশাসনিক অনুমোদন, রাজউক কর্তৃক অনুমোদন, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন, যৌথ তদন্ত, যৌথ ভিডিও, ৪ ধারা জারি, কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদনসহ অনেকগুলি প্রয়োজনীয় ধাপ সম্পন্ন করা হয়েছে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে " গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলি প্রশস্তকরণসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপ-প্রকল্প " গাজীপুর মহিলা কলেজ থেকে দক্ষিণ ছায়াবীথি, বাঙ্গালগাছ, নীলের পাড়া হয়ে ইছালী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্ত করণ ও বিসি/আরসিসি রাস্তা উন্নয়ন এবং উভয় পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ" (এল এ কেইস নং-১০/২০১৯-২০২০) এর গত ২৪.০৩.২০২২ খ্রি. তারিখে জিসিসির ২৯তম মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাতিল করে বর্তমান প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থাৎ বাঙ্গালগাছ মৌজায় ৮৭ ও ৮৮নং দাগের ১.২১৩৫ একর জায়গা অধিগ্রহণ প্রস্তাবনা থেকে বাদ না দিয়ে (দাখিলকৃত ১ম সংশাধিত প্রস্তাব অনুযায়ী) অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ করার জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

Scanned with CamScanner

এছাড়া জয়দেবপুর মৌজায় দক্ষিণ ছায়াবীথি সংলগ্ন উক্ত জায়গাটি শহরের প্রবেশ মুখে বাস-বে জন্য খুবই উপযুক্ত জায়গা বলে বিবেচিত হওয়ায় উক্ত উপ-প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবে সংযুক্ত করা হয়। যা সম্ভাব্যতা যাচাইসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা হয়। বর্তমানে উল্লেখিত জমি প্রস্তাবনা থেকে বাদ দিলে পরবর্তীতে উক্ত জমি আর অধিগ্রহণ করা যাবে না। ফলে সিটি কর্পোরেশনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি ও প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাবে না। তাই দ্রুত অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে প্রকল্প সমাপ্ত করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রস্তাবনা (দাখিলকৃত ১ম সংশোধিত প্রস্তাব) অনুযায়ী অধিগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।		
৩৫. ৩০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, " গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলি প্রশস্তকরণসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপ-প্রকল্প "জয়দেবপুর রানী বিলাসমনি স্কুল থেকে সদর হাসপাতাল, ভাড়ারুল চৌরাস্তা হয়ে কলের বাজার পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ ও বিসি/আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন এবং উভয় পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ" (এল এ কেইস নং-১২/২০১৯-২০২০) এর মেঘডুবী মৌজার ৫২নং দাগে আংশিক, ৫০নং দাগে সম্পূর্ণ, ৫১নং দাগে সম্পূর্ণ, ৮১৫নং দাগে সম্পূর্ণ, ৮১৭নং দাগে সম্পূর্ণ ও ১১৬নং দাগে আংশিক যর্থাক্রমে (০.০৫১+০.০৪৭+০.০৮৮+০.০৮৩+০.০৬৩+০.০২৩ +০.৪৪৮) =০.৮০৩ একর জায়গা গত ০৭.০৮.২০২২ খ্রি. তারিখে জিসিসির ৩১তম মাসিক সমন্বয় সভার প্রস্তাবনা (দাখিলকৃত ১ম সংশাধিত প্রস্তাব) থেকে বাদ দিয়ে অধিগহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সকলই অবগত আছেন অধিগহণ একটি দীর্ঘ মেযাদী ও জটিল প্রক্রিয়া। উক্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাব গত প্রায় ৪ বছর যাবত চলমান আছে। ইতিমধ্যে উল্লেখিত এল এ কেইস এর প্রশাসনিক অনুমোদন, রাজউক কর্তৃক অনুমোদন, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন, যৌথ তদন্ত, যৌথ ভিডিও, ৪ ধারা জারি, কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদনসহ অনেকগুলি প্রায়াজনীয় ধাপ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া মেঘডুবী মৌজায় ঢাকা-বাইপাস সংলগ্ন জয়দেবপুর শহরের প্রবেশ মুখে বাস-বে জন্য খুবই উপযুক্ত জায়গা বলে বিবেচিত হওয়ায় উক্ত উপ-প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবে সংযুক্ত করা হয়। যা সম্ভাব্যতা যাচাইসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা হয়। সিটি কর্পোরেশনের অন্য আরেকটি প্রকল্প থেকে আশে পাশে বাস-বে নির্মাণ হবে বিধায় উক্ত বাস- বে টি উপ-প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে আশে পাশে বাস-বে হওয়ার সম্ভাবনা নাই বিধায় বর্তমানে উল্লেখিত জমি প্রস্তাবনা থেকে বাদ দিলে পরবর্তীতে উক্ত জমি আর অধিগ্রহণ করা যাবে না। ফলে সিটি কর্পোরেশনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি ও প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাবে না। তাই দ্রুত অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে প্রকল্প সমাপ্ত করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রস্তাব (দাখিলকৃত ১ম সংশোধিত প্রস্তাব) অনুযায়ী অধিগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে " গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলি প্রশস্তকরণসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপ-প্রকল্প "জয়দেবপুর রানী বিলাসমনি স্কুল থেকে সদর হাসপাতাল, ভাড়ারুল চৌরাস্তা হয়ে কলের বাজার পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ ও বিসি/আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন এবং উভয় পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ" (এল এ কেইস নং-১২/২০১৯-২০২০) এর গত ০৭/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখে জিসিসির ৩১তম মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাতিল করে বর্তমান প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থাৎ মেঘডুবী মৌজার ৫২নং দাগে আংশিক, ৫০নং দাগে সম্পূর্ণ, ৫১নং দাগে সম্পূর্ণ , ৮১৫নং দাগে সম্পূর্ণ, ৮১৭ নং দাগে সম্পূর্ণ ও ১১৬নং দাগে আংশিক যথাক্রমে (০.০৫১+০.০৪৭+০.০৮৮+০.০৮৩+০.০৬৩ + ০.০২৩ +০.৪৪৮) =০.৮০৩ একর জায়গা অধিগ্রহণ প্রস্তাবনা থেকে বাদ না দিয়ে (দাখিলকৃত ১ম সংশোধিত প্রস্তাব অনুযায়ী) অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ করার জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৩৬. ২০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, " গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বাস-ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের নিমিত্তে জমি অধিগ্রহণ শীর্ষক প্রকল্পের উপ-প্রকল্প "বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জমি অধিগ্রহণ" এর লক্ষ্যে বর্তমানে নির্ধারিত ইটাহাটা ও মজলিশপুর মৌজার জমি অধিক নিচু হওয়ায় ডেভেলপমেন্ট খরচ বেশি হবে বিধায় হাতিয়াব মৌজায় উপ-প্রকল্পটি জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে " গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বাস-ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের নিমিত্তে জমি অধিগ্রহণ শীর্ষক প্রকল্পের উপ-প্রকল্প "বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জমি অধিগ্রহণ" এর জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ইটাহাটা ও মজলিশপুর মৌজার অধিক নিচু জমি হওয়ায় ডেভেলপমেন্ট খরচ বেশি হবে বিধায় হাতিয়াব মৌজায় উপ-প্রকল্পটি জমি অধিগ্রহণের জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

Scanned with CamScanner CamScanner

৩৭. ১১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব সনজিদ সরকার সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব-২০২৩ উদযাপন ও লক্ষী পূজা উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুদান প্রদানের প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে সমর্থন করেন ৩০নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, গাজীপুর মহানগরের থানা ভিত্তিক দুর্গা মন্ডপের ১২০(একশত বিশ)টি এবং ১৭টি লক্ষী পূজা মন্ডপের নামের তালিকা পাওয়া যায়। প্রতিটি দুর্গা মন্ডপের অনুকুলে ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা এবং ১৭টি লক্ষী পূজা মন্ডপের অনুকুলে ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা করে অনুদান প্রদানের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৩৮. গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ভৌত অবকাঠামো (রাস্তা ও ড্রেন) উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিপি ৭০০.৩০ কোটি)। আলোচনাঃ মাননীয় মেয়র সিটি কর্পোরেশনের চলমান ডিপিপি প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি উপস্থাপন করার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ জানান। প্রকৌশল বিভাগের উপস্থিত প্রকৌশলী সভায় জানান যে, ডিপিপি-৭০০.৩০ প্রকল্পটি ২০১৮-২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য ২০১৮ সাল ২৯.০৭.২০১৮ তারিখে একনেক থেকে অনুমোদন হয়। পরবর্তীতে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রকল্পগুলোর কাজ শেষ করার জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতিতে প্রায় ৯৬%। প্রকল্পটি সম্পন্নভাবে শেষ করার জন্য জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। যা ইতোমধ্যে একনেক সভায় অনুমোদন হয়েছে। এ বিষয়ে সম্মানিত কাউন্সিলরগন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। কাউন্সিলরগণ সভায় জানান যে, সীমানা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে যে সকল রাস্তার এবং ড্রেন এর আংশিক কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি সে সকল প্যাকেজের কাজগুলো জরুরী ভাবে জটিলতা নিরসন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অন্যদিকে ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে যে সকল প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না সে সকল প্যাকেজের কাজ বাতিল পূর্বক নতুন করে টেন্ডারের আহবান করার প্রস্তাব করা হয়।	১) সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা বিষয়ক প্যাকেজগুলো সংক্রান্ত কাউন্সিলরের সহযোগিতায় জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২) ঠিকাদারের অবহেলার ককারণে যে সকল প্যাকেজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি সে সকল প্যাকেজগুলো পুনঃ টেন্ডার আহবান করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ৩) সংশোধিত ডিপিপিতে পরীক্ষা/নিরীক্ষা পূর্বক অবাস্তবায়িত প্যাকেজগুলো একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৩৯. গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ০১থেকে ০৫ নং জোনে অভ্যান্তরীন রাস্তা ড্রেন ও ফুটপাত নির্মান শীর্ষক প্রকল্প। আলোচনাঃ- মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকৌশল বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, ডিপিপি-১৫০০ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৮/০১/২০১৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ ২০১৮-২০২১ পর্যন্ত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২০২৩ এর জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৮৭%। প্রকল্পটি সম্পন্ন ভাবে শেষ করার জন্য এবং সীমানা সংক্রান্ত জটিলতার কারনে অসম্পন্ন প্যাকেজ গুলো সমাপ্ত করার জন্য পুনরায় সময় বৃদ্ধি এবং প্রাক্কলনটি সংশোধিতসহ স্থানীয় সরকার বিভাগে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণ করা হয়।		
সংশোধিত ডিপিপি এর মেয়াদ জুন/২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে গত..... তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। উপস্থিত কাউন্সিলরগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।		

Scanned with CamScanner

৪০. ডিপিপি-৩৮২৮ ১ম সংশোধনী-৩৮২৮-৩০ কোটি প্রকৌশল বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলো প্রশস্তকরণসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৫.০৬.২০১৯ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন হয় এবং ১৯.০৮.২০২২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। যার বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদ বর্ধিত করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪০ কোটি টাকা নির্ধারিত আছে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি ভূমি অধিগ্রহণ আইন ২০১৭ এর আলোকে জেলা প্রশাসকের এখতিয়ারভুক্ত। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কাগজপত্র বিভিন্ন দপ্তরের ছাড়পত্র গত প্রায় ৩ বৎসর পূর্বেই দাখিল করা হয়েছে। অধিগ্রহণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রায় ১১০০ কোটি টাকা জেলা প্রশাসকের একাউন্টে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে কাঙ্খিত সেবা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। যার ফলে টেন্ডার করা সত্বেও দীর্ঘদিন কাজ না করার কারণে রাস্তায় যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৩.০৪.২০২২ তারিখের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে ৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শন কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৬.১০.২০২২ তারিখ স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন টিম পরিদর্শন করে বাস্তবতার আলোকে প্রতিবেদন দাখিল করেন। পতিবেদনের আলোকে ডিপিইসি এর সভায় প্রকল্পটির যে সকল রাস্তা জনগনের চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে, সে সকল রাস্তা বর্তমান প্রশস্ততায় বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে অবশিষ্ট অংশের কাজ ৬০ ফুট প্রশস্ততায় সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উপস্থিত কাউন্সিলরগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জানান যে, দীর্ঘদিন জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন না করায় জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। ইহা দুঃখজনক এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্তরায় বলে সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সম্মানিত কাউন্সিলরগন উন্নয়নের গতি ধারা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনস্বার্থে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে দ্রুত অধিগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত করার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। মাননীয় মেয়র মহোদয় প্রস্তাবে একমত পোষন করেন। দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে উন্নয়নের গতিধারা ফিরিয়ে আনার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদন করার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে নিবিড় সম্পন্ন রেখে এগিয়ে যাবার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানিয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২. যেহেতু প্রকল্পটির গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ সড়ক শিরোনামে গঠন/অনুমোদন করা হয়েছে, সেহেতু সংশোধিত প্রকল্পটি যাচাই বাছাই করে নামের শিরোনামের সাথে সমন্বয় করে পুনরায় সংশোধন পূর্বক স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৪১. UDCGP (আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গর্ভানেন্স প্রকল্প প্রকৌশল বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, জাইকা এর আর্থিক সহায়তায় UDCGP টি বাস্তবায়নের কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে। ইতিমধ্যেই কনসালটেন্ট ফিল্ড পর্যায়ে উপ-প্রকল্পের সাইট পরিদর্শনপূর্বক ড্রইং এবং ডিজাইন এর কাজ শুরু করেছে। এরই অংশ হিসাবে ৩টি ড্রেনের ডিজাইন এর কাজ শুরু করেছে। এ বিষয়ে কাউন্সিলরগন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং Component অনুযায়ী উপ-প্রকল্পগুলির বর্ণনা দেয়ার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। প্রকৌশল বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, প্রকল্পটিতে প্রথম পর্যায়ে ৩টি ড্রেন এর ২টি পানি সরবরাহের প্যাকেজ অন্তর্ভূক্ত আছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে জয়দেবপুর রেল লাইনের উপর ফ্লাইওভার, নাওজোড় থেকে কাশিমপুর রাস্তার নদীর উপর ২/৩টি ব্রীজ এবং এপ্রোস রোড নির্মাণের প্যাকেজ অন্তর্ভূক্ত আছে। এছাড়াও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ০২টি প্যাকেজ অন্তর্ভূক্ত আছে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে প্রকল্প পরিচালক এবং নিয়োগকৃত কনসালটেন্ট এর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ করে দ্রুততার সাথে যাতে করে উপ-প্রকল্পগুলির কাজ বাস্তবায়ন করা যায় তার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২) জয়দেবপুর রেল জংশন এর উপর ফ্লাইওভার টি কৃষি গবেষণা গেইট থেকে রথখোলা পর্যন্ত প্রায় ৮০০ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৫২ ফুট প্রস্থে নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ৩) নাওজোড় থেকে কাশিমপুর রাস্তায় তুরাগ নদীর উপর একটি ব্রীজসহ আরো ২টি ব্রীজ এবং এপ্রোস রোড নির্মাণের এলাইনমেন্ট নির্ধারণের জন্য কনসালটেন্টকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

Scanned with CamScanner CamScanner

৪২. এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর আর্থিক (এডিবি) সহায়তায় সিটি রিজিয়ন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়) নিয়ে আলোচনাঃ প্রকৌশল বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩টি প্যাকেজ ছিল ইতিমধ্যেই ২টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান আছে কিন্তু কাজের গতি খুবই কম।	১) চলমান প্যাকেজটির কাজের গতি বাড়ানোর জন্য ঠিকাদার এবং প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২) অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে পিপিআর-২০০৮ এর আলোকে প্যাকেজটি ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৪৩. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর অর্থায়নে প্রকল্পঃ Integrated waste water management project for Gazipur City Corporation সম্পর্কে আলোচনাঃ প্রকৌশল বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গত ৮ নভেম্বর ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনকে "Integrated waste water management project for Gazipur City Corporation" শিরোনামে পিপিপিএ মডেলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পটি Transcetion Structure Report (TSR) এর Bidding Document প্রস্তুত করার জন্য PPPA Consultant হিসাবে IFCকে নিয়োগ প্রদান করে। তারই ধারাবাহিকতায় IFC ইতিমধ্যেই TSR দাখিল করেছে এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এর খসড়া প্রস্তুত করে RAP WB/IFC/LGD প্রেরণ করা হয়। একটির জন্য একটি STP (Sewage treatment plant) এবং ২টি RSTP নির্মাণ করার জন্য Side selection করা হয়েছে। তার একটি দত্তপাড়া ১৫ একর এবং লাগালিয়া ১০ একর জমি মোট ২৫ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে একটি প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা জমি অধিগ্রহণের ডিপিপি প্রস্তুত করে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল, যাহা ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করে Planning Commission এ PEC জন্য জমা দেয়া আছে। অন্য দিকে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ২৫০০ কোটি টাকার একটি পিডিপিপি স্থানীয় সরকার থেকে অনুমোদন করে Planning Commission- এ জমা দেয়া আছে। World Bank/IFC ইতিমধ্যেই RPF(Resaltment Pancy Frame Work) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের দাখিল করে পরবর্তীতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন RPF টি যাচাই/বাছাই করে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আরপিএফ এর উপর ২টি Observation সেই Observation দুইটি Include করে আরপিএফটি অনুমোদন দেয়া হয় যা বর্তমানে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি বর্তমানে ১-৪ নং জোনে বাস্তবায়ন করা হবে। ভবিষ্যতে অন্যান্য জোনেও সম্প্রসারণ করা হবে।	১) প্রকল্পটি পরবর্তীতে যাতে বাকী ৬টি জোনেও বাস্তবায়ন করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২) আরপিএফ টি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন দেয়া হলো। ৩) প্রকল্পটি যাতে দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নের কাজ আরম্ভ করা যায় তার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ৪) Pumping Station এর জন্য নির্ধারিত স্থানগুলি জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৪৪. "লোকাল গভমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপনস্ এন্ড রিকভারি প্রকল্প (এলজিসিআরআরপি)" শীর্ষক কোভিড রেসপনস্ গ্রান্ট (সিআরজি) এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত কোভিড রেসপনস্ রিকভারি প্লান (সিআরআরপি) টেমপ্লেট এবং ১ম ধাপ ও ২য় ধাপের কোভিড এর প্রকল্পটি সর্বমোট ১০০-১২০ কোটি টাকার উপ-প্রকল্প দাখিল বিষয়ে প্রকৌশল বিভাগ থেকে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরগন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। উপ-প্রকল্পের তালিকা সংযুক্ত আছে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে উপ-প্রকল্পটি গুলি "লোকাল গভমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপনস্ এন্ড রিকভারি প্রকল্প (এলজিসিআরআরপি)" শীর্ষক কোভিড রেসপনস্ গ্রান্ট (সিআরজি) এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত কোভিড রেসপনস্ রিকভারি প্লান (সিআরআরপি) টেমপ্লেট এবং ১ম ধাপ ও ২য় ধাপের কোভিড প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

Scanned with CamScanner CamScanner

৪৫. ০৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ কাউসার আহম্মেদ সভায় উপস্থিত নগর মাতাকে স্বাগত, সাবেক সফল মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন একটি জনবহুল শিল্প অঞ্চল হওয়ায় শিল্প কারখানার অতিরিক্ত ভারবাহী গাড়ী যেমন ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, ট্রেইলর ইত্যাদি চলাচল করে। কারখানাসহ নগরবাসী কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ চলমান থাকায় নির্মাণ সামগ্রীর অতিরিক্ত ভারবাহী ট্রাক ট্রেইলরের কারণে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের রাস্তাগুলি ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং প্রতিদিন হচ্ছে। এছাড়া বর্ষা মৌসুমে এই সকল অতিরিক্ত ভারবাহী গাড়ী চলাচলের কারণে কিছু কিছু রাস্তা চলাচলের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তিনি অতিরিক্ত ভারবাহী গাড়ী চলাচল সীমিতকরণের প্রস্তাব করেন। এতে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহ অধিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষাকল্পে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মেরামতের প্রস্তাব করেন।	সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে যেহেতু জাতীয় নির্বাচন আসন্ন সেহেতু গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহ জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। নিম্নে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহের তালিকা প্রদান করা হলোঃ-	

অঞ্চল-০২ (পুবাইল)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১.	হায়দ্রাবাদ বগারটেক ব্রীজ হতে মেঘডুবী বাইপাস পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা মেরামত কাজ-
২.	হায়দ্রাবাদ শুকুন্দিরবাগ ব্রীজ হতে আক্কাস মার্কেট হয় অঞ্চল-০২ এর সীমানা পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা মেরামত কাজ-
৩.	হারবাইদ মার্কেট হইতে নন্দীবাড়ী প্রাইমারী স্কুল হইয়া নাগদাহ ব্রীজ, বিন্দান সমরসীং বাইপাস হইতে বিন্দান মাদ্রাসা এবং জাপান ব্রীম মডেল স্কুল হইতে ঢাকা-বাইপাস পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা মেরামত কাজ-

অঞ্চল-০৩ (গাছা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১.	ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা হইতে তারগাছ রাস্তা কুনিয়া নতুন কুড়ি আদর্শ একাডেমি পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং মেরামত-
২.	ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা হইতে চান্দুরা মাদ্রাসা রাস্তা সুলতান মার্কেট পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং মেরামত করন-
৩.	ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা হইতে গাছা মহরখানা রোড ফাহিম জেনারেল স্টোর পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং মেরামত করন-
৪.	ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা হইতে বাদে কলমেশ্বর আইইউটি খাল পাড় পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং মেরামত করন-
৫.	ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা হইতে ছয়দানা হাজীর পুকুর পশ্চিম পার্শ্বে এগারো সিন্দুর এম্মো পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং মেরামত করন-
৬.	ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা হইতে ছয়দানা হারিকেন রাস্তা খাল পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত-
৭.	ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা হইতে ছয়দানা হাজীর পুকুর পূর্ব পার্শ্বে নতুন কুড়ি আইডিয়াল পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং মেরামত করন-
৮.	ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা হইতে উত্তর খাইলকৈর বটতলা রোড পাকা ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা সিল কোট দ্বারা মেরামত করণ
৯.	ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা হইতে হইতে দক্ষিণ খাইলকৈর জয়বাংলা রোড বগারটেক ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি সিল কোট দ্বারা রাস্তা মেরামত-
১০.	ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা হইতে ছয়দানা ডেগেরচালা ঢাকা বাইপাস পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং মেরামত করণ-

Scanned with CamScanner CamScanner

অঞ্চল-০৪ (জয়দেবপুর)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১.	ক) পাজুলিয়া ইউসুফ মার্কেট হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব জাবেদ সরকার এর বাড়ী (২৪নং ওয়ার্ডের শেষ সীমানা) পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা মেরামত করন- খ) শ্মশান-পাজুলিয়া রাস্তায় পূর্ব ভূরুলিয়া হাবিব মাষ্টারের মার্কেট হতে পরানের বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা মেরামত করন- (গ) শ্মশান-পাজুলিয়া রাস্তা হতে পশ্চিম দিকে জামাল উদ্দিন কমিশনারের বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা মেরামত করন-(ঘ) চতর বাজারের উত্তর পাশে শেষ অংশের (চতর ব্রীজের পাশে) রাস্তা এইচবিবি দ্বারা মেরামত করন-(ঙ) নিয়ামত সড়ক হতে উত্তর দিকে হাজী বাড়ীর রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন-(চ) লক্ষীপুরা জনাব মুনসেফ আলী মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন-(ছ) লাগালিয়া মেইন রাস্তা হতে পূর্ব দিকে সনিদের বাড়ী হতে রফিক, নাজমুলের বাড়ী পর্যন্ত এবং মসজিদের রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ (জ) তিতারকুল মেইন রাস্তা হতে সাইন বোর্ড রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ-
২.	রাজবাড়ী রাস্তা হতে দক্ষিণ দিকে রথখোলা, সদর হাসপাতাল হয়ে চা-বাগান সংযোগ রাস্তা পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ
৩.	নীলের পাড়া রাস্তা হতে কানাইয়া বাজার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ-
৪.	ক) বাঙ্গালগাছ ব্রীজ হতে দক্ষিণ দিকে নীলের পাড়া-কানাইয়া সংযোগ রাস্তা পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ- (খ) নীলের পাড়া রাস্তা হতে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব কাউসার সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা মেরামত করণ-
৫.	নীলের পাড়া-কানাইয়া সংযোগ রাস্তা হতে দক্ষিণ দিকে ইছালী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং ও এইচবিবি দ্বারা মেরামত করণ-
৬.	সদর হাসপাতাল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ হতে দক্ষিণ দিকে কলের বাজার বাইপাস পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং ও এইচবিবি দ্বারা মেরামত করণ-
০৭.	ক) ভানুয়া কানিচালা মোড় হতে উত্তর দিকে শিশু পরিবার কেন্দ্র হয়ে জনাব সিদ্দিক ঠিকাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা (প্রেসিডেন্ট বাড়ী রোড) কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ (খ) ভানুয়া-কানিচালা সংযোগ রাস্তা হতে উত্তর দিকে জনাব জৈনদ্দিন মোড়লের বাড়ী পর্যন্ত এবং দক্ষিণ দিকে আমীন সরকারের বাড়ী (শান্তির নীড়) পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ-
০৮.	রাজবাড়ী রাস্তায় তাজ টাওয়ার হতে উত্তর দিকে স্টার ফ্রলিগ স্কুল হয়ে পুরাতন জেল খানা পর্যন্ত সংযোগ রাস্তা আরসিসি করন
০৯.	জয়দেবপুর ধীরাশ্রম রাস্তা হতে পূর্ব দিকে চৌধুরী বাড়ীর রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ-
১০.	দাখিনখান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা হতে দক্ষিণ দিকে জনাব মামুনের বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ-
১১.	লক্ষীপুরা শামসুদ্দিনের বাড়ী হতে আবেদ আলীর বাড়ীর রাস্তা আরসিসি করণ-
১২.	নীলের পাড়া রাস্তা হতে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব কায়সার সাহেবের বাড়ী রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন-
১৩.	দক্ষিণ ছায়াবীথির অভ্যন্তরীণ রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ-
১৪.	ক) মধ্যপাড়া ছিদ্দির মার পুকুরের কোনা থেকেমন্দিরের সামনে দিয়ে উত্তর দিকে চৌরাস্তা পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন- (খ) পূবাইল রাস্তা সিংলগ্ন বাঁশের মার্কেট থেকে বাউন্ডারী ওয়াল বরাবর পূর্ব দিকে খোরশেদের বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন- (গ) বালুচাকুলী রাস্তা থেবে পূর্ব দিকে রমিজের বাড়ী ও দক্ষিণ দিকে দুলালের বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ (ঘ) নীলের পাড়া-কানাইয়া রাস্তা হতে অমূল্য মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ (ঙ) নীলের পাড়া-কানাইয়া রাস্তা হতে দক্ষিণ দিকে তাজিমুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ (চ) নীলের পাড়া-কানাইয়া রাস্তা হতে উত্তর দিকে বাগান বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ (ছ) পেয়ারা বাগান রাস্তা হতে দক্ষিণ দিকে ইউসুফ আলীর বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ (জ) মোমরাজ সাহেবের বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে ডাঃ খাইরুজ্জামান এর বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ (ঝ) জয়দেবপুর পূবাইল রাস্তা হতে পশ্চিম দিকে ঝর্ণা রহমানের বাড়ী পর্যন্ত ও দক্ষিণ ছায়াবীথি মোড় হতে দক্ষিণ দিকে জয়দেবপুর পূবাইল রাস্তা পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ (ঞ) জয়দেবপুর-ধীরাশ্রম রাস্তা হতে পশ্চিম দিকে কবরস্থান মসজিদ পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন- (ট) সদর হাসপাতালের দক্ষিণ পার্শ্ব হতে ডিসি মহোদয়ের বাস ভবন পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন-

Scanned with CamScanner CamScanner

অঞ্চল-০৫ (কাউলতিয়া)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১.	সালনা দেশীপাড়া রাস্তা (ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক হতে মারিয়ালী ব্রীজ) পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন-
২.	মজলিশপুর রাস্তা হতে মজলিশপুর উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা এবং মজলিশপুর কাউন্সিলর অফিস হতে শীল পাড়া ঘোষ পাড়া রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন-
৩.	বাউপাড়া রাস্তা হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সাইদ সড়ক কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন-
৪.	কাউলতিয়া হতে বিপ্রবর্থা কমিউনিটি ক্লিনিক হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেকুজ্জামান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ-
৫.	পোড়াবাড়ী হাতিয়াব স্কুল হতে কোচপাড়া পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ-
৬.	পোড়াবাড়ী ভাওরাইদ মোড় হতে আওলাকুর হয়ে চতর বাজার পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ-
৭.	বাংলা বাজার সেন্ট্রাল হাসপাতাল হতে জাঙ্গালিয়া পাড়া সিটির শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করণ-
৮.	কাউলতিয়া চৌরাস্তা হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন
৯.	রোভার পল্লী কলেজ গেট হতে বাউপাড়া পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন
১০.	মিরেরগাও বাজার হতে সিদ্দিক মার্কেট পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন
১১.	মাষ্টারবাড়ী কাউলতিয়া রোডের মোতালেব চৌকিদার বাড়ী হয়ে কাশেম মন্ডলের বাড়ী হয়ে জোলারপাড় কাউলতিয়া রাস্তা সংযোগ পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন
১২	ইনারটেক হতে হানিফের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং দ্বারা মেরামত করন-
১৩.	বাঘলবাড়ী রাস্তার কার্পেটিং এর শেষ হতে বাঘলবাড়ী ব্রীজ সলিং দ্বারা মেরামত করন

অঞ্চল-০৭ (কোনাবাড়ী)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১.	বাঘিয়া ডিস পুকুর মোড় হতে দক্ষিণ দিকে বাঘিয়া স্কুল রোড কমিশনার মার্কেট মোড় পর্যন্ত কার্পেটিং মেরামত
২.	বাঘিয়া শহিদ সরকার বাড়ীর মোড় হতে পুর্ব দিকে বাঘিয়া স্কুল গেইট পর্যন্ত কার্পেটিং করন
৩.	বাঘিয়া স্কুল রোড জনাব হারুন মোল্লার বাড়ী হতে দক্ষিণ দিকে বুটু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত সলিং করন ও বাঘিয়া স্কুলরোড মতিউর রহমান বাড়ী হতে দক্ষিণ দিকে জনাব শফিক উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত সলিং করন এবং আমবাগ মুচি বাড়ী রাস্তা হতে দক্ষিণ দিকে ফিরুজের বাড়ী পর্যন্ত সলিং করন
৪.	জয়েরটেক খাজা মার্কেট পুর্ব পার্শ্ব জনাব শহিদুল ইসলাম মোড় হতে দক্ষিণ দিকে এড. আলমের বাড়ী রাকিবুল হাসান বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং মেরামত করন-
৫.	নছর মার্কেট জয়েরটেক রাস্তা জনাব মানিক ভান্ডারী বাড়ী হতে দক্ষিণ দিকে নছর মার্কেট পাকার মাথা কার্পেটিং মেরামত করন-
৬.	ঢাকা-টাঙ্গাইল উত্তর দেওয়ালিয়া বাড়ী জনাব শাহাবুদ্দিন এর বাড়ী হতে জনাব জসিম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন এবং কোনাবাড়ী নামা পাড়া রাস্তায় কামালের বাড়ী হতে ইউনুসের বাড়ী পর্যন্ত সলিং করন-
৭.	এসরার নগর হাউজিং সোসাইটি গেইট হতে জনাব আলম সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন ও আরসিসি পাইপ ড্রেন নির্মাণ করন-
৮.	নোয়াবালী মার্কেট রাস্তা গোলাম মোস্তফা বাড়ী হতে দক্ষিণ পার্শ্বে মীর বাহাদুর বাড়ী পর্যন্ত এইচ বিবি ও পাইপ ড্রেন নির্মাণ-
৯.	কোনাবাড়ী-কাশিমপুর রাস্তা রাজা মার্কেট হতে পুর্ব দিকে জনাব মোঃ নুরু বাড়ীর পর্যন্ত এইচবিবি ও পাইপ ড্রেন করন
১০.	৮নং ওয়ার্ড সেলিম নগর রাস্তা সিসি ও ব্রিক ডেন করন-
১১.	বাঘিয়া ডিস পুকুর পাড় রাস্তায় জনাব শহি মন্ডলের বাড়ী হতে উত্তর দিকে নছর মার্কেট রাস্তায় জনাব শফি উদ্দিনের দোকান পর্যন্ত সলিং করন-
১২.	কুদ্দুস নগর পেয়ারা বাগান হতে পুর্ব দিকে ০৭নং ওয়ার্ড এর শেষ সীমানা আরসিসি রাস্তা ও পাঠান বাড়ী রাস্তা হতে শাখা রাস্তার আরসিসি করণ-

Scanned with CamScanner CamScanner

১৩.	নছর মার্কেট পাকার মাথা থেকে উত্তর দিকে রেল লাইন পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন-
১৪.	কোনাবাড়ী আরিফ কলেজ হতে ড্যান্ডি ড্রাইং পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা মেরামত করন ও কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন-
১৫.	ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তা হতে আমতলা হয়ে পারিজাত রাস্তা আরসিসি দ্বারা মেরামত করন ও কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন
১৬.	কাশেম ফুড ফ্যাক্টরী হতে তালতলা মার্কেট পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা মেরামত করন ও কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন

অঞ্চল-০৮ (কাশিমপুর)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১.	মাধবপুর গায়েন বাড়ী মসজিদ হতে হাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন-
২.	মাধবপুর জনাব এনায়েত মেম্বার এর বাড়ী হতে সাইদুরের দোকান হয়ে আইরিশ ফ্যাক্টরী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন-
৩.	লোহাকৈর মাজার হতে স্টার পাইপ ফ্যাক্টরীর দক্ষিণ পার্শ্বে আরসিসি রাস্তা পর্যন্ত কার্পেটিং/এইচবিবি দ্বারা মেরামত করন
৪.	কাশিমপুর-নরসিংহপুর রাস্তায় দত্তসুপার মার্কেট হতে কুজু মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন-
৫.	বিকেএসপির দক্ষিণ পার্শ্ব হতে পশ্চিম দিকে জিসিসির সীমানা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন-
৬.	কাশিমপুর-নরসিংহপুর রাস্তায় বাগবাড়ী মদ্রাসা বাজার হতে পুর্ব দিকে সরুপাইতলী উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে মন্ডলবাড়ী পাকা রাস্তার মাথা পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন-
৭.	বাগবাড়ী মদ্রাসা বাজার হতে ক্যাপ ফ্যাক্টরী হয়ে জনাব রফি হাজীর বাড়ীর মোড় পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন
৮.	কাশিমপুর রওশন মার্কেট ডেন্টা স্পিনিং পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন (চে.০+০০০-০+৩৯০মি.)
৯.	কাশিমপুর শাকের নল হতে রওশন মার্কেট রাস্তা পর্যন্ত এইচবিবি করন
১০.	ভবানীপুর সৌর বিদ্যুৎ হতে এটিএন বাংলা মোড় পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন-
১১.	বারেন্ডা মোল্লা মার্কেট হতে জনাব শফিকুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন-
১২.	গোবিন্দবাড়ী হাকীম মার্কেট হতে জনাব রুহির বাড়ী হয়ে জনাব তুফানী মাতব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন-

অঞ্চল-০৬ (বাসন)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১.	ক) গাজীপুর-টাঙ্গাইল বাইপাস হতে ফ্রেন্ডস ক্যেফে (সজিবের দোকান) পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন খ) ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড এর টেকনগপাড়া বিআরটিসির পূর্ব দিকের রাস্তার প্রবেশ মাথা পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ (গ) গাজীপুর-টাঙ্গাইল বাইপাস হতে ওসি সড়ক হয়ে বাসন মুন্সি বাড়ী মোড় পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন (ঘ) ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড এর টেকনগপাড়া মন্ডলবাড়ি রাস্তার প্রবেশ মাথা পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ (ঙ) নিয়ামত সড়কের বাড়ীয়ালী বাজার হতে তেলিপাড়া মসজিদ হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ (চ) টিএন্ডটির পূর্ব পার্শ্বের গেইট হতে বাড়ীয়ালী স্কুল হয়ে নিয়ামত সড়ক পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ (ছ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক এর বুলবুল টাওয়ার হইতে হাজী শরিয়ত উল্লা মালি মার্কেট পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন (জ) গাজীপুর-টাঙ্গাইল বাইপাস হতে ওসি সড়ক হয়ে বাসন মুন্সি বাড়ী মোড় পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করন

অঞ্চল-০১ (টঙ্গী)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১.	পানি সরবরাহ শাখার ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মালামাল ক্রয়, মেরামত ও পাইপ লাইন স্থাপন করন কাজ

Scanned with CamScanner CamScanner

৪৫. মাননীয় মেয়র মহোদয় সভায় জানান যে, ইতিপূর্বে গৃহিত প্রকল্পগুলির কাজ প্রায় শেষের দিকে অন্যদিকে সিটি কর্পোরেশনের রাস্তার চাহিদা প্রায় ৬০০০ কিলোমিটার। ইতিপূর্বে গৃহিত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার রাস্তার কাজ বাস্তবায়ন/বাস্তবায়িত হচ্ছে। আরো প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার রাস্তা/ অনেকগুলো ব্রীজ এবং ড্রেন এর কাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে উপস্থিত কাউন্সিলরগন একমত পোষন করেন। উপ- প্রকল্পের তালিকা নিম্নরুপঃ	সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে উপ-প্রকল্পটি গুলি সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) বর্ণিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১-৮নং জোনের রাস্তা, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।।	

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জায়েদা খাতুন
মেয়র
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

বিতরণ ঃ কাউন্সিলর (সকল)
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
গাজীপুর

কার্যবিবরণী স্মারক নং ৪৬.১৯.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২২.৬৪৭/১(১০০)

তারিখ ১০ আশ্বিন ১৪৩০
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ;

১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. বিভাগীয় প্রধান (সকল), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন,গাজীপুর
৩. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
৪. মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর (মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্টাফ অফিসার, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৬. শাখা প্রধান (সকল) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
৭. জনাব .....
৮. অফিস কপি(

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
গাজীপুর।

Scanned with CamScanner CamScanner